মৌখিক সাহিত্যের

সাতকাহন

মৌখিক সাহিত্যের
সাতকাহন

সম্পাদনা

লীনা চাকী ও সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

MOUKHIK SAHITYER SATKAHON

A Collection of Writings on Oral Literature

Edited by Lina Chaki & Susanta Pal

First Published
January, 2026

ISBN 978-81-7332-368-9

Price
₹ 575

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২৬

দাম
₹ ৫৭৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

এখনও যাঁরা মৌখিক সাহিত্যের
উত্তরাধিকার সঙ্গে করে চলেছেন ...

সাতকাহনের প্রাক্‌কথন

তার কোনো নাম ছিল না। কোনো পরিচিতি তৈরি হয়নি। তখনও সে ছিল জলের নীচে, অতলের শিকড়েবাকড়ে– তখনও 'মানুষ' হয়ে ওঠেনি যে মানুষেরা, তাদের মুখে মুখে। আনন্দের প্রকাশ, প্রকৃতির বন্দনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠছিল। পদ-সঞ্চালন, ধ্বনি ছিল তাদের শিকার পাওয়ার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। আগুনের সঙ্গে সেই প্রস্তরযুগীয় মানুষদের আচমকাই পরিচয় ঘটে যাওয়ার পর তাদের বিবর্তন ঘটতে লাগল, মস্তিষ্কে বুদ্ধির সংযোগ ঘটতে থাকল। বাক্‌স্ফূর্তিও প্রকাশ হতে থাকল সুরে-শব্দে। আগুন হল তাদের কাছে জাদু, চরম বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা। কার্যকারণ বোঝার বুদ্ধি তো তখন তাদের থেকে হাজার মাইল দূরে। তাদের বিশ্বাস, আগুনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটতে লাগল মুখে মুখে কথার পর কথা গেঁথে। মাটির স্তর পেয়ে সেইসব শিকড়ের মূল থেকে কথামালার অঙ্কুরোদ্‌গম হতে থাকল। কৃষিযুগে এসেও আগুন পাওয়া নিয়ে মানুষ বিশ্বাস দিয়ে নানা কল্পকথা তৈরি করতে থাকল। আর্যায়িত হওয়া মানুষ সমাজ, পরিবারপ্রথার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগোতে থাকল, তারসঙ্গে এগোতে থাকল গল্প বলা, গল্প শোনা। অবসরে, আনন্দে স্ফূর্ত হত গল্পগাছা– অলৌকিক শক্তি, শস্যকামনা, সদ্য পাওয়া মঙ্গলকারী দেবদেবী-ভাবনা, কল্পিত ও বাস্তবের পশুপাখি ইত্যাদি হত গল্পের বিষয়, মুখে মুখে সেসব উড়ে বেড়াত, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া ফুলের রেণুর মতো। তার পাশাপশি অনার্যরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে দৃঢ়ভাবে থেকে নিজেদের মতো করে এগিয়ে চলতে থাকল। সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলল পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া কৃষ্টি, টোটেম-বিশ্বাস। গাছ-পাথর-নুড়ি হল তাদের ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি। এসবই হল তাদের অলৌকিক শক্তিকে কেন্দ্র করে গল্পকথার উৎসার। সারা বিশ্বে আদি জনজাতির প্রতিনিধি গোষ্ঠী-মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল ও আছে তাদের নিজস্ব অজস্র লোককথা। প্রায় অপরিবর্তিত হয়ে, কিছুটা সংযোজিত হয়ে সেসব গল্প মুখে মুখে নামহীনভাবে এগিয়ে চলছে, এই এখনও।

আঠারো শতকের প্রথমদিকে, সদ্যই বলা যায়, যখন লিখিত সাহিত্য রমরমিয়ে চলছে, তেমন সময়ে প্রথমে জার্মানে, প্রায় সমসময়ে ফিনল্যান্ডে ও তারও পরে ইউরোপ, আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, গবেষক, খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রবল কৌতূহল ও আগ্রহে লোককথা, গান, প্রবাদ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে সংগৃহীত হতে থাকে। বেশিটাই আদি জনজাতি গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে, তার বাইরে কৃষকদের কাছ থেকে। লোকবিজ্ঞানী, গবেষকরা সেসবের গড়ন, বিষয়, ঐতিহ্য, মোটিভ, বৈচিত্র্য দেখে অবশেষে মৌখিকভাবে বহমান সংস্কৃতিকে 'সাহিত্য-সম্মান' দিলেন। বিচার করে নয়, মুগ্ধতা থেকে সেসব সাহিত্য বলে গ্রহণীয় হল। লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি মৌখিক সাহিত্য অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকল। মধ্যযুগে অনুবাদিত হয়ে এল প্রায় ৪০০ বছর ধরে মৌখিকভাবে লালিত আরবের রাজদরবারে সম্মানিত আরব্যরজনির গল্প। গ্রিক ক্রীতদাস ইশপ সংগ্রহ করেছিলেন কৃষকদের লোককথা, যা আমাদের কাছে ইশপের গল্প বলে আদৃত। বিষ্ণুশর্মা সংগ্রহ করলেন ভারতের কৃষকদের নীতিকথা পঞ্চতন্ত্রের গল্প। এইরকম তো আরও আছে।

আমাদের বাংলায় কত কত কাল আগে থেকে একশো বছর আগেও মৌখিক ঐতিহ্য নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল গল্পকথা, গীতিকথা, গান, ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ, বচন। ঘরে ঘরে সংসারের ছেলেপুলেদের জন্য ঠাকুমা-দিদিমা-মাসি-পিসিরা গল্প বানাতেন। তাঁদের কল্পনার উড়ান ছিল রূপকথার দেশে, রাজপুত্র-রাজকন্যারা হত চরিত্র, কখনও পশুপাখি, দৈত্যদানো, ভূতপেতনি হাজির হত তাঁদের গল্পে। শুধু তো গল্প নয়, ছেলেমেয়ে ভুলোনো ছড়া, নানা ব্রতের ছড়া-আনন্দ-বিষাদের গান-কথা, নিষেধ-নির্দেশ নিয়ে বিস্তর বচন স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে প্রকাশ হত। শ্রুতিতে রাখতেন অনুজেরা, তারাও বৃদ্ধকালে নাতি-নাতনি-পড়শিদের সেসব শোনাতেন, নিজেরাও রচক হতেন। ঘরের বাইরেও কত লোককাহিনি, গান, কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রবাদ-ছড়া, বচন, ধাঁধা মুখে মুখে তৈরি হয়ে সমাজের মধ্যে উড়ে বেড়াত। কত কত গান শ্রমজীবনকে কেন্দ্র করে, অবসরের বিনোদনে, কারও না কারও সৃজনীক্ষমতার জোরে মুখে মুখে তৈরি হত। হেন কোনো বিষয় নেই যা সেসবের অন্তর্ভুক্ত হত না! ব্যাপকভাবে তার চলাচল ছিল, হারিয়ে যাওয়াও সমাজের স্বাভাবিক গতি ধরেই চলত।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ও তাঁর ছড়া সংগ্রহে উৎসাহের কথা বলতেই হয়। 'লোকসাহিত্য'-এ ছড়া প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, 'প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ (গ্রাম্য ছড়া) কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের

সংখ্যা খুব কম। তাহাদের মধ্যে অনেকে উহা জানেন না। দুই একজন জানিলেও সকলে জানেন না। সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচ গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়। এ দেশের পুরাতন বৈষ্ণবীগণের দুই-একজন মাঝে মাঝে এইরূপ কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করে দেখিতে পাই।' তাও যে সচরাচর মেলে না, ও মিললেও একই ছড়া তারা গান। লিখছেন, 'এমতস্থলে একাধিক নূতন ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত বহু বৈষ্ণবীর সাহায্য আবশ্যক।'

বাংলার মৌখিক সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারটি বহুকাল ধরে শহরের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতিমান শিক্ষিতজনেদের কাছে অবাঞ্ছিত, গ্রাম্য ব্যাপারস্যাপার বলে গণ্য হত। কারোর কোনও কৌতূহলও ছিল না, বা, থাকলেও উদ্যম নিয়ে সেসব লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করার কারণ খুঁজে পেতেন না। বহু দেশের মতো এখানেও এ ব্যাপারে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা প্রথমে এগিয়ে আসেন। তার পরে অনেকেই নয়, গ্রাম্য সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী কিছু শিক্ষিত মানুষ এগিয়ে আসেন। পরে আমরা ছাপার অক্ষরে সেসব পেতে থাকি। তবে এই চলনটা ছিল খুব ধীর গতির। বিশ শতকে কতটুকুই বা আমরা পেয়েছি! সশীরের গ্রামে গিয়ে সেসব খুঁটে তুলে আনার মতো উৎসাহ ও জানার উদ্দীপনাই বা কতজনের মধ্যে ছিল? অথচ গ্রামে তখনও অফুরান লোকসাহিত্য, যা আগলে রেখেছিলেন সংসারের বৃদ্ধারা, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাবার মৃত্যুর পর ময়মনসিংহে পিসিমার কাছে থাকতেন। শৈশব থেকেই রূপকথার গল্প তাঁর কাছে আকর্ষণীয় ছিল। পিসিমার কাছে আসার পর এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ প্রবল হয়, ও নিজেই রূপকথা সংগ্রহে ব্রতী হন। বিশ শতকের প্রথম দশকে ছাপার অক্ষরে আসে মৌখিক সাহিত্যের অনন্য সম্পদ 'ঠাকু'মার ঝুলি'। এবারে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' থেকে কিছু জরুরি অংশ উল্লেখ করি। অনুমানে বৌদ্ধযুগের দশম শতাব্দীতে 'মালঞ্চমালার কাহিনী' মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনিটি সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। তিনি লিখছেন, 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয় উহা এক ৮০ বৎসরের মুখে শুনিয়া তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা তাঁহার পিতামহীর নিকট গল্পটি শিখিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ছিল ৯০। এইভাবে যুগে যুগে গল্পটি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলাপিনী পূর্ব্বশ্রুত-কাহিনী অত অদ্ভুতভাবে অনুকরণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। গল্প বলিবার সময় পূর্ব্ববর্ত্তিনী রমণী যেখানে হাসিতেন, কাশিতেন, ভ্রু কুঞ্চিত করিতেন, হাতের যে ভঙ্গী করিতেন, তিনি তাহার সমস্ত মুদ্রাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই আলাপিনী বলিয়াছেন, তিনি যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তিনিও সেইভাবেই তাঁহার নিকট এই বর্ণনা-কৌশল শিখিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ মৌখিক সাহিত্য

সরাসরি সংগ্রহের যে উদাহরণ রেখে গেছেন, দীনেশচন্দ্র দক্ষিণারঞ্জনের কাহিনিটি সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খুবই জরুরি একটা বিষয় যুক্ত করে দিয়ে গেছেন, অবশ্য এটি তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল না। সেটি হল মৌখিক সাহিত্য শুধু মুখে মুখে বলা নয়, গল্পকথা, গীতিকথা, গান সম্পূর্ণতা পায় ওই বর্ণনা-কৌশলে।

এবারে আমাদের এই বইটির প্রসঙ্গে আসি। কেন মৌখিক সাহিত্যের সাতকাহনের পরিকল্পনা, প্রকাশনা উদ্যোগ? বিশ্বায়নের প্রাবল্যে একধরনের একস্বরীয় পণ্যাভিভূত সংস্কৃতি জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাভ্যাসে। স্মৃতি, অতীত রোমন্থন অপসৃত হয়ে ক্ষণিকতার আসঙ্গলিপ্সায় বর্তমানকে চেটেপুটে সম্ভোগ হয়ে উঠেছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এককথায় যাকে ক্রপ-সংস্কৃতিও বলতে পারি; বাড়তিকে কেটেছেঁটে বাদ দাও, মিনিমাইজ করো। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই বর্তমানে আমরা বেঁচে চলেছি এক হাইপার রিয়ালিটির মধ্যে, হাইব্রিড কিম্ভূতকিমাকার বাস্তবতায়; শাসকশ্রেণির পণ্যায়িত ভাবাদর্শের সঙ্গে যা সাযুজ্যপূর্ণ। রাক্ষস-খোক্কস ভূতপ্রেত শাঁখচুন্নি পক্ষীরাজ তেপান্তর সোনার কাঠি আজ কথার কথা হয়ে টিকে আছে দুয়োরানির অনাদরে; স্ট্রারট্রেকীয় কল্পবিজ্ঞান, হ্যারিপটারীয় ফ্যান্টাসি, আট থেকে আশির পিলে চমকানো হরর ফিল্ম অথবা ভারতীয় সংস্করণের ছোটা-ভীম বাজার সরকারের আনুকূল্যে ঘরেঘরে আদৃত। দৃশ্য-শ্রব্যের মায়াজালে উধাও গল্প বলার, শোনার নীরব মুখরতা। কথক পুরুষের আধিপত্যের দাপটের বিপ্রতীপে একসময় প্রান্তিক নারীরা তাঁদের ছড়া-ব্রত-গানে নিজস্ব সামাজিক অবস্থান, জীবনযন্ত্রণাকে অভিব্যক্ত করেছেন, কামনা-বাসনার ডালি মেলে ধরেছেন; এমনকি আড়ালে-ইঙ্গিতে, কখনও প্রকাশ্যে প্রতাপকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। সেই সামাজিক তথা সাহিত্যিক ঐতিহ্য অনেকাংশেই মানবীবিদ্যা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তিতে প্রায় জীবন্মৃত; ক্ষমতায়নের অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স হয়ে উঠেছে। দুর্বলের ইচ্ছাপূরণ তথা প্রবল সমাজশক্তির বিরুদ্ধে তার বিজয়াকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ পশুকাহিনিগুলি ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্রের একবিংশ শতকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ আজকের অ্যান্থ্রপসিন কর্তৃত্ববাদের বিপরীতে বিগত সময়ে প্রাচীন পশুকথাই আমাদের শিখিয়েছে– এ পৃথিবী শুধু মানুষের বাসযোগ্য ক্ষেত্র নয়। গ্রামীণ তথা শহুরে নিম্নবর্গীয় কর্মজীবী মানুষেরা তাদের রঙ্গরসিকতায় পরিহাসে কৌতুকে উচ্চবর্গীয় শ্লীল-সূক্ষ্ম-মার্জিত অনুশাসনকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে মৌখিক সাহিত্যকে করে তুলেছিল জীবনসংলগ্ন, মৃত্তিকাসংলিপ্ত। লোকনাট্যে রণিত হয়েছিল সংঘবদ্ধতার পদসঞ্চার। মৌখিক সাহিত্যের মূলেই তো ছিল যৌথজীবনের পরিসরে যৌথস্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনাভিজ্ঞতায় সৃজিত, যৌথভোক্তার দ্বারা আস্বাদিত গণনান্দনিক চেতনা; ধর্ম, অর্থ, শ্রমলাঘবতা, বিনোদনের সঙ্গে

লোকসাধারণের নিজস্ব সৌন্দর্যচেতনা। ধান্ধার পুঁজিতন্ত্রে পরিবর্তিত ব্যক্তি তথা সামাজিক মূল্যবোধের আত্মমগ্ন সময়ে ভেঙে পড়েছে যৌথজীবন। রিলকেন্দ্রিত নাগরিক অভিরুচি দখল করেছে জনতার মন; অভিবাসিত মানুষ, শিকড়চ্যুত সংস্কৃতির আদ্যপ্রাণ। ছেলেবেলা মেয়েবেলা থেকে প্রাচীন পিতামহী আজ নির্বাসিত, প্রতিবেশছিন্ন। অসহিষ্ণুতায় অস্থির শোনার মন। কিংবদন্তি, মিথ, পুরাকল্প-চরিত্র কথাকাহিনি গালগল্পের আসর থেকে নেমে এসে এখন ভয় দেখায়, দমিত করে বিকল্প স্বর। বিরাজমান আর্থ-রাজনীতি সংশ্লিষ্ট নাগরিক সভ্যতার বিস্তারে ভাঙাহাট মৌখিক সাহিত্যের অস্তিত্ব আজ ক্ষীয়মাণ। লিখিত সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পত্রে কোথাও বা স্থানসংকুলিত হয়েছে। কিন্তু, শ্রুতি-দৃশ্য কথা যখন 'টেক্সট' হয়ে ওঠে; স্থানকালের সাপেক্ষতা, যৌথতার পরিপার্শ্ববিহীনতায় যখন মৌখিক সাহিত্য তার অনন্য স্বতন্ত্র উপস্থাপন রীতি-বৈচিত্র্য হারিয়ে শুধুমাত্র এককপাঠ হয়ে ওঠে, তখন নাগরিক অনুবাদকের অধিপতি ভাষাকাঠামো, শৈলীভেদ, সৌন্দর্যচেতনা, মনোভঙ্গি সপ্রাণ কথকতাকে পুঁথির নিগড়ে নিঃসাড় করে রাখে। এ এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি। সময় রে বধিবে কে!

রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' বলেছেন– 'আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত-বাগ্‌দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে– পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি'। অভিজাত উচ্চকোটির সাহিত্য সংস্কৃতিকে একান্ত আধুনিক ও প্রয়োজনীয় মনে করে আমরা আমাদের গোষ্ঠীবদ্ধ, মৃত্তিকাজীবনঅন্বিষ্ট সাহিত্য ভুলেছি। অথচ দেশকে জানার উপায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মরিক্ত ঘর্মসিক্ত মানুষদের মুখে-মুখে রচিত, বাহিত ছড়ায় গানে, 'প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লির কৃষিকুটিরে'। উপনিবেশিত মনকে ফিরে যেতেই হবে আপন সংস্কৃতির সেই প্রত্নস্মৃতিমালায়, কথামালার বাগ্‌বিস্তারে; স্বদেশের শিকড়ে পৌঁছানোর অপর কোনো পথ নেই আর।

পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের বাংলাদেশ, প্রকৃত বাংলাদেশের স্বরূপ সন্ধান করতে পৌঁছে গিয়েছিলেন গারো পাহাড়ের সন্নিকটস্থ হাজং গারো কোচ বানাই মার্গান ডালু অধ্যুষিত আদিবাসী জীবনে। সেখানে চৈতননগরে, হিঙুরকোনায় খগ মোড়ল, আমুতো মোড়লের বংশধরদের মুখে শুনেছেন কতশত বিদ্রোহের গল্প। যৌথঅবচেতনে সঞ্চিত হয়ে প্রবহমান থাকে প্রতিরোধের

অন্তঃসলিল পরম্পরা। ক্ষমতাধর স্মৃতিধার্য সেই যৌথজীবনের অনুৎপাদনশীল অবসর, সরল স্নিগ্ধ মধুর অভাবক্লিষ্ট লড়াকু গল্পগুলোকে মুছে দিতে তৎপর। আমাদের প্রচেষ্টা হবে তাই স্মৃতিহীনতার মহামারি থেকে মা-ঠাকুরমা বাপ-ঠাকুরদার গাথাগল্প বাঁচিয়ে রাখা। বর্তমান সংকলন প্রকাশ মূলত এই কৈফিয়তে। আসুন পাঠক, ইত্যবসরে আমরা মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করি।

ডিসেম্বর, ২০২৫ লীনা চাকী ও সুশান্ত পাল

সূচিপত্র

নন্দনতত্ত্ব-প্রতিঘাতী লোকসাহিত্য	পবিত্র সরকার	১৫
প্রাচীন ভারতে মিথ, কিংবদন্তি তথা মৌখিক সাহিত্যনির্ভর ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা	গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা	২১
বঙ্গের গ্রাম্য সাহিত্য	আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	৩৭
মৌখিক সাহিত্যের অনুবাদ : সমস্যা ও সম্ভাবনা	সঞ্জীব দাস	৫৩
মৌখিক থেকে লিখিত— তথ্য, তত্ত্ব ও প্রয়োগ	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২
লোকজীবন এবং পশুকথার পরম্পরা	দেবাশিস মল্লিক	৭১
কথকতায় ভূতের কথা	নীলাদ্রি নিয়োগী	৭৬
ক্ষমতার হাসি : হাসির ক্ষমতা– প্রসঙ্গ ঢাকাই রঙ্গরসিকতা ও কৌতুক	সুশান্ত পাল	৮৩
মুখের কথা যখন ইতিহাসের আকর	মিলন দত্ত	১০৪
মৌখিক সাহিত্যের কথা-র কথা	লীনা চাকী	১০৯
মুসলমান কবিদের শ্রেষ্ঠ অবদান পল্লি-গাথা	দীনেশচন্দ্র সেন	১৩৪
রূপকথার অপরূপ প্রসঙ্গ	বরুণকুমার চক্রবর্তী	১৪৭
প্রবাদ-প্রবচন : সমাজমানস ও সমাজ-অভিজ্ঞতার ফসল	সুরঞ্জন মিদ্দে	১৫৬

জনযোগাযোগ :		
উত্তরবঙ্গের লোকনাটক	নির্মলেন্দু ভৌমিক	১৬৮
মেয়েলি ব্রতকথা বিষয়ে	আশুতোষ ভট্টাচার্য	১৮১
মৌখিক সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত	সুখবিলাস বর্মা	১৯০
শ্রুতি ও স্মৃতির বারান্দা	রিয়াদ আল ফেরদৌস	১৯৯
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা : নানাবিধ প্রেক্ষিত	চিত্রিতা বসু	২১৩
নারীর মুখের সাহিত্য : একটি অনুসন্ধান	চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত	২৩৩
বাংলার বিয়ের গান	মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৮
পটুয়া কথা	শ্যামল বেরা	২৬৭
মানভূমের মৌখিক সাহিত্যের আদিরূপ ও তার উপস্থাপনা	সুভাষ রায়	২৭৫
মেচ উপজাতির মৌখিক সাহিত্য	প্রমোদ নাথ	২৯৯
চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতির মৌখিক উপাদান	বিশ্বজিৎ হালদার	৩০৯
লোকায়ত সুন্দরবনে প্রবাহিত বাক্‌রীতি	সুভাষ মিস্ত্রী	৩২৬
মানভূমের ঘাসিদের বিয়ের গান	বিরিঞ্চি দে ও সুবোধ বসুরায়	৩৩১
সাক্ষাৎকার : কৃপাসিন্ধুর কুশান গান	মিজানুর রহমান নাসিম	৩৩৮
বিশেষ সংযোজন : রামায়ণ : কথক যখন মেয়েরা	নবনীতা দেবসেন	৩৪৯
লেখক পরিচিতি		৩৭১

নন্দনতত্ত্ব-প্রতিঘাতী লোকসাহিত্য

পবিত্র সরকার

আমাদের অর্থাৎ ভদ্রশ্রেণির যে নন্দনতত্ত্ব লোকসাহিত্যেরই বহুবিধ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারল না, তা লোকসৃষ্টির অন্যান্য এলাকায় কতটা কার্যকর হবে তাও বিবেচ্য। লোকধর্ম ও লোকাচার, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, ব্রত, পার্বণ, বিভিন্ন নির্মাণ ও প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত তুকতাক ইত্যাদি যাবতীয় লোকরিক্থ সুন্দর-অসুন্দরের বিবেচনার জন্য গড়ে ওঠেনি। লোকরচিত হস্তশিল্পের নন্দনতত্ত্ব নিশ্চয়ই বিচারযোগ্য কিন্তু তাও অবসরভোগী শ্রেণির নিছক সৌন্দর্য উপভোগের নন্দনতত্ত্ব নয়। অধিকাংশ লোককারুজাত শিল্পবস্তু একইসঙ্গে ব্যাবহারিক প্রয়োজন মেটায়, এবং সেইসঙ্গে লোকজীবনের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী সুন্দর হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সকলেই জানেন, এক শিশুর খেলনা আর অলংকার ছাড়া লোককারুকলাতে নিছক বিনোদনমূলক সৃষ্টি দুর্লভ। শিশুর জন্য উপরে ঝুলিয়ে রাখার জন্য শোলার টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া ইত্যাদির motif, নানান ধরনের ঝুমঝুমি, খেলার পুতুল ইত্যাদি লোকজীবনের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তিত হয়। অলংকার নির্মাণ আরও স্থায়ী ও সূক্ষ্মতার নিপুণতার দাবি করে, সেহেতু শ্রেণিগত চাহিদা অনুযায়ী তার কাজে সূক্ষ্মতার তারতম্য ঘটে। একথা থেকে এমন ইঙ্গিত করা হচ্ছে না যে, লোকশিল্প তুলনায় স্থূল এবং ভদ্রলোকের শিল্প তুলনায় সূক্ষ্ম। আন্দামানের জারোয়াদের বোনা মাছ ধরবার ঝুড়ি ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকৌশল অবাক হয়ে দেখার মতো, যদিও জারোয়ারা এখনও এক আদিম বর্বরতার পর্যায়ে বাস করছে বলেই মনে করা হয়।

লোকসংস্কৃতির নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব কথাটা একটু আগে ব্যবহার করেছি। এর দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই যে, লোকসংস্কৃতির চরিত্র যদিও কোনো দেশেই এক ও অভিন্ন নয়, এবং লোকসমাজেও বৃত্তি-বর্ণ-ভৌগোলিক অবস্থান-সম্প্রদায় ইত্যাদি অনুযায়ী প্রচুর প্রভেদ, এবং কোথাও কোথাও সংঘাত বর্তমান, তবুও ভদ্রশ্রেণির সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে লোকসংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্রতা (autonomy) আছে। সেহেতু তার নন্দনতত্ত্বও স্বতন্ত্র (autonomous)। অর্থাৎ তার সুন্দর-অসুন্দরকে সমাজের উচ্চশ্রেণির সুন্দর-অসুন্দরের ছাঁচে ফেলে যাচাই করলে লোকসংস্কৃতির উপর অবিচারই